সাবা | Saba | سَبَأ

আয়াতঃ ৩৪ : ১৩

আরবি মূল আয়াত:

يَعمَلُونَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالجَوَابِ وَ قُدُورٍ
رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعمَلُوا اٰلَ دَاوٗدَ شُكرًا ؕ وَ قَلِيلٌ مِّن عِبَادِىَ الشَّكُورُ ﴿۱۳﴾

অনুবাদসমূহ:

তারা তৈরী করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। ‘হে দাঊদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ’। — আল-বায়ান

তারা সুলাইমানের ইচ্ছে অনুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউযের ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশালাকায় ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাঊদের সন্তানগণ! তোমরা কৃতজ্ঞচিত্তে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের অল্পই কৃতজ্ঞ। — তাইসিরুল

তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। — মুজিবুর রহমান

They made for him what he willed of elevated chambers, statues, bowls like reservoirs, and stationary kettles. [We said], "Work, O family of David, in gratitude." And few of My servants are grateful. — Sahih International

১৩. তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ(১), ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!

(১) মুজাহিদ বলেন, এগুলো ছিল প্রাসাদের চেয়ে ছোট আকৃতির ঘর-দোর বিশেষ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিল্ডিং ও মাসজিদ। [তাবারী]

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৩) ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, প্রতিমা, হওয-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত।[1] (আমি বলেছিলাম,) ‘হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ

করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্পই।’

[1] مَحَارِيْبَ শব্দটি مِحْرَابٌ এর বহুবচন। অর্থ হল উঁচু জায়গা অথবা সুন্দর অট্টালিকা, উদ্দেশ্য উঁচু উঁচু অট্টালিকা, বিশাল বিশাল বাসভবন বা মসজিদ ও উপাসনালয়। تَمَاثِيْلَ শব্দটি تِمْثَالٌ এর বহুবচন। অর্থঃ প্রতিমা, মূর্তি। এ মূর্তি অপ্রাণীর হত। অনেকে বলেন, পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও নেক লোকেদের মূর্তি মসজিদে নির্মাণ করা হত, যাতে তা দেখে মানুষ (আল্লাহর) ইবাদত করে। তবে এ অর্থ ঐ সময় নেওয়া সঠিক হবে, যখন এটা মেনে নেওয়া যাবে যে, সুলাইমান (আঃ)-এর শরীয়তে মূর্তি নির্মাণ বৈধ ছিল। আর এ কথা সঠিক নয়। পক্ষান্তরে ইসলাম মূর্তি নির্মাণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। جِفَانٌ শব্দটি جَفْنَةٌ এর বহুবচন অর্থঃ বিরাট পাত্র, جَوَابٍ শব্দটি جَابِيَةٌ এর বহুবচন ,অর্থঃ হওয, ছোট চৌবাচ্চা, যাতে পানি জমা রাখা হয়। অর্থাৎ চৌবাচ্চার মত বড় বড় পাত্র قُدُوْرٌ ডেগ, رَاسِيَاتٌ অর্থ স্বস্থানে স্থাপিত। বলা হয় যে, এই সকল ডেগ পাথর খোদাই করে নির্মাণ করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। যাতে এক সাথে এক হাজার মানুষের খাবার রান্না হত। আর এ সকল কাজ জ্বিনরা করত।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3619

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন